Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 55
July–September, 2018

খ্রিস্টবাদ প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়া রহ.-এর ফাতওয়াসমূহ একটি উপস্থাপনা

Juristic Opinions of Ibn Taymiyyah (Rh.) on Christianity A Presentation

Mustafa Monjur*

ABSTRACT

Shaikhul Islam IbnTaymiyya (r) was one of the mentionable characters among the Muslims scholars in medieval period, who have contributed much in their respective field towards science, knowledge and civilization. His contribution to all major branches of Islamic knowledge was of great significance. Especially, his speeches, writings, Fatwas and various activities were very much effective for his contemporary ages as well as for the current post-Modern world. His rulings on different issues of Christianity were played a significant role for decision for Muslimsof that time. These have also significant role in the mutual relationship between Muslims and Christians of our time. As a result, a great wave of research to work on IbnTaymiyya's thoughts and writings has been flourished in everywhere in the east as well as in the west. This article is the result of this continuous research process. It is a neutral attempt to present IbnTaymiyya's Fatwas related to Christianity, so that the nature of Islamic directions on Muslim-Christian relations would be clearer for the Muslims.

Keywords: Ibn Taymiyya, Fatwa, Muslim-Christian relation, Islam and Christianity

* Mustafa Monjur is an Assistant Professor of Islamic Studies, University of Dhaka. E-mail: mustafa.monjur@du.ac.bd

সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগের মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতায় যেসব মনীষী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদের অন্যতম হলেন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. (১২৬৩-১৩২৮খ্রি.)। ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর রচনাবলি ও অবদান অবিস্মরণীয়। বিশেষ করে খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, ফাতওয়া, লেখা ও কর্মকাণ্ড তৎকালীন মুসলিমদের জন্য সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত। এমনকি বর্তমান উত্তরাধুনিক সময়েও সেসব ফাতওয়া ও লেখালেখি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা রয়েছে। খ্রিস্টবাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন মাস'আলায় তাঁর প্রদত্ত ফাতওয়া সে সময় মুসলিমদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমান সময়ে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এসব ফাতওয়া পর্যালোচনার দাবি রাখে। এজন্য প্রাচ্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্যেও ইবন তাইমিয়া রহ.-এর চিন্তাধারা ও কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নতুন মাত্রা লাভ করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধ এরই ধারাবাহিকতার ফলস্বরূপ। এতে খ্রিস্টবাদ সম্পর্কিত ইবন তাইমিয়া রহ. প্রদত্ত ফাতওয়াসমূহের নিরপেক্ষ উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে বর্তমান সময়ে মুসলিম-খ্রিস্টান সম্পর্কের ইসলামী নির্দেশনার স্বরূপ সহজে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

মূলশব্দ: ইবন তাইমিয়া, ফাতওয়া, মুসলিম-খ্রিস্টান সম্পর্ক, ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ।

ভূমিকা

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই খ্রিস্টানদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। পৌত্তলিক সংখ্যাগরিষ্ঠ মক্কা এবং ইয়াহুদী ও পৌত্তলিক প্রভাবান্বিত মদীনাতে খ্রিস্টানদের অবস্থান ও উপস্থিতি বিরল ছিল না। তাছাড়া সিরিয়া কেন্দ্রীক আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণেও খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাস ও কার্যকলাপ প্রাথমিক যুগের আরব মুসলিমদের অজানা ছিল না। ফলে খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাসের ভ্রান্তি, বাইবেলের বিকৃত উপস্থাপন, ত্রিত্ববাদের স্বরূপ, ঈসা আ. সম্পর্কে মনগড়া বিশ্বাস, আহলে কিতাবদের সাথে মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্কের নীতিমালার বর্ণনা ইত্যাদি খুব স্পষ্টরূপেই আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস ও সুন্নাহতে উপস্থাপিত হয়েছিল। প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ এগুলোর আলোকেই নিজেদের সাথে খ্রিস্টানদের সম্পর্ক অনুশীলন করতেন।

পরবর্তীতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রসারের ফলে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক ব্যাপকতা লাভ করে। সাথে সাথে নববী যুগ ও আদর্শ থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাওয়ার ফলে মুসলিমদের জীবনেও খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় দীনের মূলনীতির পাশাপাশি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহও অনুপ্রবেশ করে। তাছাড়া, রোমানদের বিপক্ষে মুসলিমদের বিজয় ও এরই ধারাবিকতায় ক্রুসেডের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ মুসলিম-

খ্রিস্টান সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা নিয়ে আসে। এসময় মুসলিমদের নৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতনের সুযোগে খ্রিস্টানরা মুসলিমদের উপর আগ্রাসী হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে, খ্রিস্টবাদের বিশ্বাস ও মতবাদের প্রচার, বাইবেলের বিকৃত উপস্থাপন, ইসলাম ও মুসলিমদের বিপক্ষে নানা অভিযোগ উত্থাপন, সুকৌশলে ত্রিত্ববাদের প্রসার, উৎসবের আদলে খ্রিস্টবাদের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান মুসলিম সমাজে প্রচলন, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে মুসলিমদের চ্যালেঞ্জ প্রদান ইত্যাদি ছিল মধ্যযুগের মুসলিম সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক চিত্র।

এসব কারণে, মুসলিম মনীষীদের অনেকেই খ্রিস্টবাদ নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাছাড়া খ্রিস্টানদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রচার, তাদের অভিযোগের জবাব দান, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ ইত্যাদির জন্যও খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের কোন বিকল্প তৎকালীন মুসলিম মনীষীদের জন্য ছিল না। তৎকালীন মনীষীগণের মধ্যে ইবন তাইমিয়া রহ. ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তিনি মুসলিম সমাজের এহেন দুরাবস্থায় খ্রিস্টবাদের অসারতা প্রমাণ করে ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে তাঁর মেধা, যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যেমন শূন্যতার অবসান ঘটে, তেমনই তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন সফল আন্দোলনের ফলে মুসলিম সমাজে খ্রিস্টান প্রভাব অনেকটাই কমে আসে।

খ্রিস্টবাদ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, লেখালেখি ও ফাতওয়া ছিল তৎকালীন মুসলিম সমাজের জন্য দিকনির্দেশক। খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে এগুলোর কোন বিকল্প ছিল না। বিশ্বের প্রায় সব ভাষায় তাঁর এসব কাজ নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছেও। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলা ভাষায় তাঁর এসব রচনাকর্ম আজ পর্যন্ত অনূদিত হয়নি, হয়নি বিজ্ঞানসম্মত কোন গবেষণাও। আলোচ্য প্রবন্ধে খ্রিস্টবাদ প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়ার রহ. ফাতওয়াগুলোর আলোচনা এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যেন তা পরবর্তী গবেষকদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে।

ইবন তাইমিয়া রহ.: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইমাম ইবন তাইমিয়ার রহ. মূল নাম তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবন শিহাবুদ্দীন আব্দুল হালিম ইবন তাইমিয়া আল হাররানী আল হাম্বলী। ৬৬১ হিজরীর ১০ রবিউল আউয়াল (২৩ জানুয়ারী ১২৬৩ খ্রি.) সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের নিকটবর্তী হাররান পল্লীতে তিনি এক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (Ibn Kathīr ND, 13/241)। তাঁর গোটা পরিবারই ছিল ইলম ও আমলের জন্য প্রসিদ্ধ; দাদা আবুল বারাকাত মাজদুদীন, পিতা শিহাবুদ্দীন আব্দুল হালীম, চাচা আল্লামা ফখরুদ্দীন সকলেই ছিলেন দীনি ইলমে পণ্ডিত (Ibn Kathīr ND, 13/109)। ফলে অল্প বয়সেই তাঁদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ইবন তাইমিয়া রহ. ইসলামী জ্ঞানে সুপণ্ডিত হিসেবে বেড়ে ওঠবেন তা-ই ছিল স্বাভাবিক।

হাররানে জন্ম হলেও ইবন তাইমিয়ার শৈশব কাটে দামেস্কের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চামুখর পরিবেশে। রাজনৈতিক কারণে তাঁর পরিবার দামেস্কে স্থানান্তরিত হলে তিনি ইলম অর্জন ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিসদের সরাসরি সাক্ষাত লাভের সুযোগ পান। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর ইলম প্রসঙ্গে ইমাম জাহাবী বলেন, كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث ‘ইবন তাইমিয়া যে হাদীস জানেন না, তা হাদীসই নয়’ (Ibn al-Imad 1992, 8/145)। শিক্ষা সমাপনান্তে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে তিনি হাম্বলী ফিকহের অধ্যাপক হিসেবে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তীতে তাঁকে দামেস্কের প্রধান কাযীর পদ প্রস্তাব করা হলে তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন (Haque1982, 8)। তাঁর ইলমের গভীরতা ও পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে সেসময় লোকজন ‘শায়খুল ইসলাম’, ‘আল ইমাম’ ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করে।

তাঁর ছাত্রদের তালিকা থেকেও তাঁর পাণ্ডিত্য ও গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইবন কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ (১২৯২-১৩৫০ খ্রি.), ইবন কাসীর (১৩০১-১৩৭৩ খ্রি.), ইউসুফ আল মিযযী (১২৫৬-১৩৪২ খ্রি.), শামসুদ্দীন আল যাহাবী (১২৭৪-১৩৪৮ খ্রি.) প্রমুখ (Al-Madānī 2009, 22)। এসব ছাত্রের প্রত্যেকেই ছিলেন মুসলিম মিল্লাতের এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। নিজেদের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যেকেই এই উম্মাহর ইমাম হিসেবে স্বীকৃত। ছাত্রদের এই তালিকা একদিকে যেমন ইবন তাইমিয়ার রহ. জ্ঞানের গভীরতার সাক্ষ্য দেয়, তেমনই জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যেরও উদাহরণ।

ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. শুধু জ্ঞানের নির্দিষ্ট একটি দিক নিয়েই কাজ করে যাননি। বরং বলা চলে, ইসলামী জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যেখানে ইবন তাইমিয়ার রহ. হাত পৌঁছায়নি। তাঁর রচিত গ্রন্থের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। গবেষকগণ এ ক্ষেত্রে নানা মত ব্যক্ত করেছেন। আল বাযযার (Al-Bazzār 1976, 25-27) এর মতে, ২০০টি; ইবন ওয়ার্দীর মতে, ৫০০টি ও ইবন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যার মতে, ৩৫০টি (Ahmad1997, 32-33); খান এর মতে, ১৮২ টি (Khan 1992, 186-200)।

এককথায় বলা চলে, ইবন তাইমিয়ারহ. ছিলেন মধ্যযুগের একজন মুজাদ্দিদ, যিনি ইসলামের নানাশাখায় নানাবিধ সংস্কার কার্যক্রম করে গিয়েছেন (Haque 1982, 16-175)। ইসলামের খাতিরে, সত্য বলার অপরাধে, শাসকদের ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় জেলখানায় অতিবাহিত করতে হয়েছে (Khan 1992, 3-22)। তবুও ইবন তাইমিয়ারহ. সত্য প্রকাশে কখনোই পিছপা হননি।

মুসলিম জাহানের এই ক্ষণজন্মা প্রতিভা ৭২৮ হিজরী সনের ২০ যুলকা‘আদাহ (২৭ সেপ্টেম্বর ১৩২৮ খ্রি.) ইন্তিকাল করেন (Haque 1982, 14)।

ইবন তাইমিয়া রহ. ও খ্রিস্টবাদ

খ্রিস্টবাদ সম্পর্কিত বর্তমান বৈশ্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে ইবন তাইমিয়ার রহ. অবস্থান অন্যান্য মুসলিম মনীষীর তুলনায় বেশ গুরুত্ববহ। সার্বিক বিচারে এর দুটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে; প্রথমত, বর্তমান সময়ে সালাফী প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ইবন তাইমিয়ার রহ. চর্চাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি পাশ্চাত্যের মুকাবিলায় ইসলামী রক্ষণশীলতার প্রসার ঘটায় ইমাম ইবন তাইমিয়ার চিন্তাধারার প্রভাবও বিশ্বে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, সম্ভবত ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. খ্রিস্টবাদ প্রসঙ্গে মুসলিম মনীষীদের মধ্যে প্রাত:স্মরণীয় জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। খ্রিস্টবাদ প্রসঙ্গে তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা সম্পর্কে তিনটি প্রভাবক চিহ্নিত করা যায়। যেমন-

ক. অবস্থানগত দিক বিবেচনায় দেখা যায়, ইবন তাইমিয়ার বেড়ে ওঠা ও জীবনযাপন ছিল সিরিয়া ও মিসরের নানা এলাকায়, যেখানে মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ থেকে খ্রিস্টানদের বসতি ছিল তুলনামূলক বেশি (Talib 2011, 76)। ভৌগোলিক এই অবস্থানের কারণে তিনি খ্রিস্টানদের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ছিলেন।

খ. সময়গত প্রেক্ষাপট বিবেচনায়ও খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে আগ্রহী হওয়াটা ইমাম ইবন তাইমিয়ার রহ. জন্য ছিল স্বাভাবিক। কেননা তাঁর জীবনকালে তিনি (১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.) ক্রুসেডের ভয়াবহতা (১০৯৫-১২৯১ খ্রি.), কাজানের নেতৃত্বে তাতারীদের আক্রমণে মুসলিমদের বিপর্যয় (৬৯৪-৭০৩ হি./১২৯৫-১৩০৪ খ্রি.) (Aigle 2007, 90), নুসাইরীদের সাহায্যে খ্রিস্টানদের কর্তৃক সিরিয়া উপকূল দখল (Haque 1982, 110) ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এর প্রতিটি ঘটনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খ্রিস্টানদের সম্পৃক্ততা ছিল। সঙ্গতকারণেই খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে জানা ও তাদের জবাব দানের জন্য এত উৎকৃষ্ট সময় মুসলিম ইতিহাসে আর দেখা যায় না।

গ. বহু কারণে মুসলিমদের বিপর্যস্ততার সুযোগে খ্রিস্টানরা এ সময়কে তাদের ধর্মবিশ্বাস প্রচারের সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। ত্রিত্ববাদ প্রচারের পাশাপাশি তারা ইসলামী আদর্শ, রাসূলুল্লাহ স., আল কুর'আন ও ইসলামী সভ্যতা নিয়ে নানা অভিযোগ ও অসত্য প্রচারণা শুরু করে। তাছাড়া খ্রিস্টান সংস্কৃতি ও আচার-আচরণকে মুসলিম সমাজে প্রচলনের নানা কৌশলও গ্রহণ করে।

এমতাবস্থায় মুসলিমদের পক্ষ থেকে এসবের জবাব প্রদান ও খ্রিস্টানদের অসারতা প্রমাণের কোন বিকল্প ছিল না। এসব পরিস্থিতিতে ইবন তাইমিয়া রহ. খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে আগ্রহী হন, ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন এবং ইসলামের মর্যাদা রক্ষায় এগিয়ে আসেন। আব্দুল মান্নান তালিব ইবন তাইমিয়ার রহ. খ্রিস্টবাদের জ্ঞান প্রসঙ্গে বলেন,

"(কিন্তু) ইমাম ইবন তাইমিয়া খৃস্টধর্মের ইতিহাস এবং রোম ও গ্রিস দেশে এর ধর্মদেহে যে ব্যাপক পরিবর্তন ও অপারেশন এবং সেখানে এর যে প্রাথমিক বিকাশ হয় সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি পুরোপুরি অবগত ছিলেন যে, সমকালীন খৃস্টধর্ম আসলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা এবং রোমীয় ও গ্রিকদের মুশরিকী আকিদা, বিশ্বাস, রসম-রেওয়াজ ও পৌরণিক দেবী-দেবতাদের কার্যকলাপের একটি সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়" (Talib 2011, 76)।

খ্রিস্টবাদ প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়ার রহ.রচনাবলি

খ্রিস্টবাদ প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ইবন তাইমিয়ার রহ. অবস্থান সর্বাধিক পরিস্ফুট হয় তাঁর রচনাবলির মাধ্যমে। বিশেষ করে তাঁর যেসব রচনা গ্রন্থাবদ্ধ হয়ে বর্তমানে প্রচলিত, সেসব আধুনিক কালের গবেষকগণের নিকট এ বিষয়ের অমূল্য উৎস হিসেবে বিবেচিত। এসব গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে খ্রিস্টবাদের বিভিন্ন বিশ্বাস ও ধারণার অসারতা, বাইবেলের বক্তব্যের পারস্পরিক বিরোধিতা,স্বার্থান্ধ মহলের দ্বারা বাইবেলের বিকৃতি, খ্রিস্টবাদের ওপর ইসলামের প্রাধান্য ও বিজয়, মুসলিমদের পক্ষ থেকে খ্রিস্টবাদের উত্থাপিত নানা অভিযোগের জবাব উপস্থাপন করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধের স্বল্প কলেবরে ইবন তাইমিয়ার রহ. এসব কালজয়ী কাজের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা এককথায় প্রায় অসম্ভব। তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, খ্রিস্টবাদ প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়ার রহ. চিন্তাচেতনা ও মুসলিমদের অবস্থান বুঝতে তাঁর এসব গ্রন্থ পঠন-পাঠন ও গবেষণার বিকল্প নেই। উল্লেখ্য যে, ইবন তায়ামিয়ার রহ. লিখিত গ্রন্থাবলিও এক অর্থে তাঁর অভিমত ও ফাতওয়ারই বিস্তারিত সংকলন। এতদসত্ত্বেও আলোচ্য প্রবন্ধে সেসব গ্রন্থ বাদ দেওয়া হয়েছে সচেতনভাবেই। তাঁর যেসব বক্তব্য শুধু ফাতওয়া হিসেবে গৃহীত হয়েছে, পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পায়নি সেগুলোই শুধু এ প্রবন্ধে আলোচিত হওয়ায় তাঁর রচিত এসব অমূল্য গ্রন্থের পর্যালোচনা পরবর্তী গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করবে বলে আশা করা যায়।

তাঁর এসব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আর রিসালা লি কাবরুসিয়্যা (الرسالة لقبرصية) (Ibn Taymiyya 1961-67, 28/601-630) যার পূর্ণনাম -'আল রিসালা লি কাবরুসিয়্যা: রিসালা মিন ইবন তাইমিয়া ইলা মালিক কাবরুস' (الرسالة لقبرصية: الرسالة من إبن تيمية إلى مالك القبرص)। এটি ইবন তাইমিয়া রচিত প্রথম গ্রন্থ, যার মাধ্যমে কোন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর সাথে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয় (Hoover 2012,849-850)। তৎকালীন সাইপ্রাসের রাজা দ্বিতীয় 'জন' (John II) কে লিখিত এ পত্রে ইবন তাইমিয়া রহ. ক্রুসেডের পরিণতিতে 'আল-দামুর' ও সিরিয়ান উপকুল থেকে খ্রিস্টানদের দ্বারা ধৃত মুসলিম বন্দীদের ব্যাপারে সদয় ব্যবহারের অনুরোধ করেন (Hoover 2012,847-850)।

এ চিঠির ধারাবাহিকতায় খ্রিস্টানদের সাথে বিতর্কের ক্ষেত্রে রচিত হয় ইবন তাইমিয়ার রহ. বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল জাওয়াব আল সাহীহ' (Michel 1984, 78)। এ গ্রন্থের পুরো নাম 'আল জাওয়াব আল সাহীহ লিমান বাদ্দালা দীন আল মাসীহ' (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) অর্থাৎ যারা ঈসা আ. এর ধর্ম বিকৃত করেছে তাদের যথার্থ জবাব (Ibn Taymiyya 1999, Al-Jawab)। খ্রিস্টবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে Paul of Antioch এর লিখিত'Letters to a Muslim Friend' নামে প্রায় ২৪পৃষ্ঠার একটি পত্রের জবাবে ইবন তাইমিয়ারহ. এগ্রন্থের সূত্রপাত করেন। ছয়টি বিষয় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের সহায়তায় রচিত এ পত্রের বিপরীতে ইবন তাইমিয়ারহ. ছয় খণ্ডে বিভক্ত প্রায় দু'হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এ গ্রন্থে তাদের সমস্ত দাবি খণ্ডন করে ইসলামের প্রামাণ্যতা তুলে ধরেন (Abdullah 2006, 92-93)।

'তাখযীল আহল আল-ইঞ্জিল ওয়াল নাহজ আল-সাহীহ ফি রাদ্দ আলা মান বাদ্দালা দীন ঈসা ইবন মারইয়াম আল মাসীহ (تخذيل اهل الإنجيل و النهج الصحيح في رد على من بدل دين عيسى ابن مريم المسيح)। এ গ্রন্থটি মূলত রাসূলুল্লাহ স. সম্পর্কে খ্রিস্টানদের ভুল ধারণা,'ইঞ্জিলে রাসূলুল্লাহ স. এর নুবুওতের ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রমাণের অনুপস্থিতি' সংক্রান্ত জবাব এবং বাইবেলের উক্তির আলোকে মুহাম্মদ স. এর নুবুওতের প্রামাণিকতা উপস্থাপনের জন্য রচিত (Michel 1984)। মাস'আলাতু আল কানাইস (مسئلة الكنائس) বা গীর্জা সংক্রান্ত বিধান (Ibn Taymiyya 1961-67, 28/632-646), সম্ভবত খ্রিস্টবাদের বিপক্ষে ইবন তাইমিয়ার রহ. সবচেয়ে কঠোরতামূলক রচনা। নির্দিষ্ট অভিযোগপ্রমাণের ভিত্তিতে মামলূক সুলতান কায়রোতে কিছু গীর্জা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। খ্রিস্টানগণ এর প্রতিবাদে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করলে ইবন তাইমিয়া রহ. ১৩০১-১৩০৫ সালে, এসব অভিযোগের জবাব দান করেইসলামী রাষ্ট্রে গীর্জা স্থাপন ও পরিচালনার প্রকৃত বিধান তুলে ধরে এ পুস্তিকা রচনা করেন (Hoover 2012, 857)।

মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে লিখা ইবন তাইমিয়ার রহ. সুবৃহৎ গ্রন্থ "কিতাব ইকতিদা আল সীরাত আল মুস্তাকীম"كتاب اقتضاء الصراط المستقيم (Ibn Taymiyya 1999, Iqtida)। ১৩১৫-১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত ২৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ গ্রন্থে শায়খুল ইসলাম অমুসলিমদের সাদৃশ্য ও অনুকরণ (তাশাব্বুহ) গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা, খ্রিস্টানদের নানা উৎসবে অংশগ্রহণ ও এসব উপলক্ষে মুসলিমদের নানা সহায়তামূলক কার্যকলাপ প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশনা আলোচনা করেন (Menon 1976, 193-229)।

খ্রিস্টবাদ প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়ার রহ. ফাতওয়াসমূহ

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়ার রহ. দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা ও মনোভাব বুঝার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হলো তাঁররচনা, ফাতওয়া ও বক্তব্যসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। তাঁরইন্তিকালের পর সুদীর্ঘ প্রায় আট শতাব্দীকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় এটা অনুমিতই যে, তাঁর সব রচনাকর্ম পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করা যায়নি। পাশাপাশি তাঁর প্রদত্ত বক্তব্যের অনেক কিছুই গ্রন্থ আকারে না আসায় কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে। তাঁর ফাতওয়াসমূহের মধ্যেও শুধুমাত্র ঐগুলো পাওয়া যায় যেগুলো কেবল লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিল। অন্যগুলো কালের বিবর্তনে, সংরক্ষণে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অভাবে সুনির্দিষ্টরূপে তাঁর ফাতওয়া হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। কেননা এতে তাঁর ফাতওয়ায় যেমন অন্যের কথা যুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়, তেমনই অন্যের বক্তব্যও তাঁর নামে প্রচলনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এসব বিবেচনায় আলোচ্য প্রবন্ধে ইবন তাইমিয়ার রহ. সেসব ফাতওয়াই আলোচিত হয়েছে যেসব তাঁর অভিমত হিসেবে সর্বজন গ্রহণযোগ্য। খ্রিস্টবাদ প্রসঙ্গে এসব ফাতওয়া বর্তমান সময়েও খ্রিস্টবাদ গবেষণায় ও আন্তধর্মীয় সম্পর্কের আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে খ্রিস্টবাদ প্রসঙ্গে তাঁর কতিপয় উল্লেখযোগ্য ফাতওয়ার আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

আল ক্বাওল ফি মাস'আলাতি ঈসা কালিমাতুল্লাহ ওয়াল কুর'আন কালামুল্লাহ'

القول في مسئلة عيسى كلمة الله و القران كلام الله (ঈসা আ. কে কালিমাতুল্লাহ ও কুর'আনকে কালামুল্লাহ বলার বিধানের পর্যালোচনা)

এ ফাতওয়াটি (Ibn Taymiyya 1992) মূলত 'কালিমাতুল্লাহ' বা আল্লাহর কালাম শব্দ নিয়ে দু'জন মুসলিম ও খ্রিস্টান এর তর্ক-বিতর্কের প্রেক্ষিতে রচিত। খ্রিস্টানদের দাবি অনুসারে, কুরআন আল্লাহর বাণী, ফলত এটি সৃষ্টবস্তু (মাখলুক) নয়। তেমনিভাবে ঈসা আ.ও কালিমাতুল্লাহ', ফলে তিনিও মাখলুক নন, বরং স্রষ্টার অংশ। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঈসা আ. কে তাঁর কালিমা বলে উল্লেখ করেছেন

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ۞

> হে কিতাবীগণ! তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না ও আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলো না, মরিয়াম পুত্র ঈসা মাসীহ তো আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী যা তিনি মারিয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন (Al-Qurān, 4:171)।

ইবন তাইমিয়া রহ. ৪৪ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচ্য ফাতওয়ায় ঈসা আ. প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 'কালিমাতুল্লাহ' এবং আল কুরআনের 'কালামুল্লাহ' হওয়ার বাস্তবতা প্রসঙ্গে ইসলামের মৌলিক নির্দেশনা সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এ ফাতওয়াটির আলোচনা চারটি ভাগে বিভক্ত।

প্রথমত, ইবন তাইমিয়ার মতে, ঈসা আ. এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কালিমা আর আল কুরআনের কালিমা হওয়া একই রূপ নয়। বরং ঈসা আ. আল্লাহ তা'আলার কুন (হও) কালিমা দ্বারা সৃষ্ট; অন্যপক্ষে আল কুরআন সরাসরি আল্লাহ তা'আলার বাণীমালা। ফলে এখানে কুরআনের সাথে কিয়াস করে ঈসা আ. কে আল্লাহর অংশ সাব্যস্ত করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, সুফীবাদের হুলুল ও ইত্তিহাদের ধারণা এ ফাতওয়ায় ইবন তাইমিয়া অনেকাংশে খণ্ডন করেন। এপ্রেক্ষিতে তিনি মানসূর হাল্লাজ ও ইবন আরাবীর ধারণা খ্রিস্টানদের সাদৃশ্যপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

তৃতীয়ত, খ্রিস্টবাদে প্রচলিত ঈসা আ. এর দ্বৈতরূপ (মানবীয় ও ঐশ্বরিক) এবং ত্রিত্ববাদের অসারতাও এ ফাতওয়ায় তুলে ধরা হয়।

চতুর্থত, আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে তিনি এ জাতীয় বিশ্বাসকে শিরকের পর্যায়ভুক্ত এবং যারা এ বিশ্বাসকে লালন করে তাদেরকে মুশরিক হিসেবে ফাতওয়া প্রদান করেন (Ibn Taymiyyah 1992)।

'ফাতওয়া ফি আমর আল কানাইস' **(فتاوي في أمر الكنائس)** - গীর্জা সংক্রান্ত বিষয়ের ফাতওয়া

গবেষকদের মতে এ ফাতওয়াটি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাস'আলাত আল কানাইস'(مسئلة الكنائس) রচনার পরমিসরে গীর্জা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে প্রদত্ত হয়। এ ফাতওয়ার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, মুসলিম শাসনাধীন অঞ্চলে গীর্জার অবস্থা ও এর বিধান সম্পর্কে ইসলামী নির্দেশনা (Hoover2012, 861)।

আলোচ্য ক্ষেত্রে ইবন তাইমিয়া রহ. গীর্জা নির্মাণের সময়কাল ও স্থানের ভিত্তিতে এর বিধান নির্ধারণ করেছেন। তিনি গীর্জা নির্মাণের সময়কালকে ইসলামপূর্ব ও ইসলাম পরবর্তী সময় ভাগ করে, যেসব গীর্জা ইসলাম কোন স্থানে বিজয়ী হওয়ার পর নির্মিত হয়েছে, সেসব স্থানের গীর্জাসমূহ ধ্বংস করারপক্ষে মত দিয়েছেন।

অন্যদিকে ইসলাম বিজয় লাভের পূর্বে যে সব গীর্জা প্রতিষ্ঠিত ছিল সে সম্পর্কে ইবন তাইমিয়া রহ. মুসলিমদের বিজয় লাভের প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে অভিমত প্রদান করেছেন। মূলত, মুসলিমগণ বিজয় লাভ করতেন যুদ্ধও চুক্তি এ দু'টি উপায়ে। সুতরাং, যেসব অঞ্চল চুক্তি বা সন্ধির মাধ্যমে মুসলিমদের করতলগত হয়েছে, সেসব অঞ্চলের গীর্জাসমূহ চুক্তি মোতাবেক পরিচালিত হবে। যেমন, সিরিয়া ও ইরাকের বেশিরভাগ অঞ্চল। অপরপক্ষে, যে সব অঞ্চল যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে সে সব অঞ্চলের গীর্জাসমূহ অমুসলিমদের সম্পদের ন্যায়ই মুসলিমদের সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। এসব গীর্জার বিধান মুসলিম শাসকের উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করেলে সেসব তাদের হাতে সাময়িকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেখে দিতে পারেন। তবে

মুসলিম জনসাধারণের কল্যাণার্থে শাসক ইচ্ছা করলে এসব গীর্জা বন্ধও করে দিতে পারেন (Al-Jawziyya 1961, 2/677-686)।

'ফি শুরুতি উমর রা.' **في شروط عمر** (উমার রা. প্রদত্ত শর্তাবলি প্রসঙ্গে)

এটি ইবন তাইমিয়ার রহ. একটি শিরোনামহীন ফাতওয়া, যাতে মুসলিম শাসনাধীনে অমুসলিমদের বসবাস সংক্রান্ত বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে (Ibn Taymiyya 1961-67, 28/651-656)। সাধারণভাবে আমীরুল মু'মিনীন উমর রা. কর্তৃক শাম বিজয়ের সময় খ্রিস্টানদের জন্য ঘোষিত বিধিমালাকে ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করে ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. খ্রিস্টানদের বসবাসের জন্য কিছু শর্তারোপকরেন।

এ প্রেক্ষিতে তিনি রাসূলুল্লাহ স. এর হাদীস "من أذى ذميا فقد أذاني" - 'যে কোন যিম্মীকে কষ্ট দিল সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল' - এর প্রামাণিকতা ও বিশুদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেন।[১](Ibn Taymiyya 1961-67, 28/653)।

আলোচ্য ফাতওয়ায় তিনি গীর্জায় অবস্থানের বিধান, খ্রিস্টানদের পোশাক পরিচ্ছদের ভিন্নতা ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। (Ibn Taymiyya 1961-67, 28/656)।

বস্তুত ফাতওয়াটি ছিল মুসলিম জাতীয় চেতনা সমুন্নতকরণের একটি প্রয়াস, যেখানে কার্যক্ষেত্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে মুসলিমদের স্বকীয়তা আলাদা করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি, উমর রা. প্রদত্ত অমুসলিমদের প্রতি বসবাসের শর্তাবলির পূর্ণাংগ অনুসরণের বিষয়টি জোরালোভাবে পুনরায় উত্থাপন করা হয়।

'মাস'আলা ফি দাম্ম খামিস আল নাসারা' **(مسئلة في ضم خامس النصرى)** - নাসারাদের খামিস অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিধান

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাবলিতে মুসলিমদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. এ ফাতওয়াটি উপস্থাপন করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ইকতিদা আস সীরাত আল মুস্তাকীম" এর আলোচনার সাথে এ ফাতওয়ার বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

---

১. ইবন হিব্বান রহ. বলেন, এ হাদীসের রাবী কাসিম ইবনু মুত্বিব আল-আজলী বহু ভুল করেছেন, ফলে তাঁর বর্ণিত হাদীস পরিত্যাজ্য। হাদীসটির দুর্বলতা ও অগ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে উলামাগণের অভিমত জানতে দেখুন https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=২৯৯৯৫, Accessed 20 August 2018. উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের কাছাকাছি মর্মজ্ঞাপক কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদীসও পাওয়া যায়। তাছাড়া এ হাদীসটি অন্য কয়েকটি সূত্রেও বর্ণিত রয়েছে। কাজেই হাদীসটি যদিও সূত্রগত দিক থেকে দুর্বল; তবে অর্থগত দিক যথার্থই বলা চলে। (সম্পাদক)

এ ফাতওয়ায় ইবন তাইমিয়া রহ. ইয়াওমি খামিস[২] এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন হারাম কাজের তালিকা প্রদান করেন। যেমন, উপহার আদান-প্রদান, নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার রেওয়াজ, আনন্দ প্রকাশ, খরচাপাতি করা, বাচ্চাদের নতুন কাপড় পড়ানো, ডিম রঞ্জিতকরণ, কবরস্থানে ধুপ জ্বালানো, সুগন্ধি ব্যবহার, নির্দিষ্ট খাদ্য পরিবেশন ইত্যাদি (Ibn Taymiyya 1961-67, 25/318)।

মুসলিমদের মধ্যে এসব কাজের প্রচলনের কারণ হিসেবে ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাকেই প্রধানত দায়ী করেন। তিনি স্পষ্টভাষায় এসব কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে মুসলিমদের সতর্ক করে দেন। কেননা এসব কাজ মানুষকে মন্দ পথে পরিচালিত করে, শিরকের জন্ম দেয়, বিদ'আতের প্রচলন ঘটায় ও সর্বোপরি অমুসলিমদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে (Ibn Taymiyya 1961-67, 25/318-328)।

'ওয়া সুইলা আম্মান ইয়াফ'আল মিনাল মুসলিমীন মিছল তা'আম আল নাসারা ফি নাওরুজ **(وسئل عمن يفعل من المسلمين مثل طعام النصرى في نوروز)** – 'মুসলিমদের কেউ যদি নওরোজ উৎসব উপলক্ষে নাসারাদের ন্যায় খাবারের আয়োজন করে' বিষয়ক প্রশ্ন

এটিও ইবন তাইমিয়ার রহ. একটি শিরোনামহীন ফাতওয়া, যা উপর্যুক্ত শিরোনামে ব্যাখ্যা করা যায় (IbnTaymiyya 1961-67, 25/329-332)। অবশ্য Thomas Michel (১৯৮৪, ৮২-৮৪) এ ফাতওয়াটিকেই "তাহরীম মুশারাকাত আহল আল-কিতাব ফী আইয়াদিহিম" (কিতাবধারীদের ধর্মীয় উৎসবে শরীক হওয়া) শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।

এ ফাতওয়াটি মূলত 'অমুসলিম ও আহল-আল কিতাবের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবে অংশগ্রহণ, সে উপলক্ষ্যে তাদের সাথে ক্রয় বিক্রয় ও তাদের সহযোগিতা করা মুসলিমদের জন্য বৈধ কি-না' - এ প্রশ্নের জবাবে প্রদত্ত হয়। ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ.জোরালো ভাষায় দালীলিকভাবে এ সব বিষয়ে মুসলিমদের সম্পৃক্ততা নিষিদ্ধ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

এ ফাতওয়ার ভিত্তি হিসেবে তিনি কুর'আন ও হাদীসের দলীল উল্লেখ করেন। যেমন, সাহায্য-সহযোগিতা নিষেধের ব্যাপারে তিনি আল কুর'আনের আয়াত (Al-Qurān, 05:02) উল্লেখ করেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'সৎকর্ম

[২]. ইয়াওমি খামিস খ্রিস্টানদের একটি পবিত্র দিন। এটি ইস্টার এর পূর্ববর্তী বৃহস্পতিবার পালিত হয়। গসপেলের বর্ণনানুযায়ী, এদিন যিশু খ্রিস্টের (ঈসা আ.) পা ধৌতকরা হয় এবং তিনি তাঁর ভক্তকূলের সাথে শেষবারের মত আহার গ্রহণ করেন।

ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।'

এছাড়া তিনি নিম্নোক্ত হাদীস দু'টিকেও মূলনীতি হিসেবে উপস্থাপন করেন, لَيْسَ مِنَّا مَن تَشَبَّهَ بِغَيْرِنا- 'যে আমাদের ভিন্ন অন্যের সামঞ্জস্য রাখে সে আমাদের দলভূক্ত নয়'(Al-Tirmidhi ND, 05/2695);مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم- 'কোন ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত'(Abū Dāūd 1420H, 33/4020)।এসবের পাশাপাশি সাহাবাগণের উক্তি ও আমলের বর্ণনাও তুলে ধরেন।

'ফাতওয়া আলা মান আকালা যাবিহা ইয়াহূদ আও নাসারা' (**فتوى على من أكل ذبيح يهود و النصرى**)—ইয়াহূদী ও নাসারাদের যবেহকৃত প্রাণী ভক্ষণকারীর বিধান

এ ফাতওয়ায় আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের) যবেহকৃত পশু মুসলিমদের জন্য হালাল কি-না এসম্পর্কিত মাস'আলায় ইবন তাইমিয়া রহ. ২২ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার মাধ্যমে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। এ ফাতওয়াটি মূলত মুসলিমদের করণীয় প্রসঙ্গে বর্ণিত; সরাসরি খ্রিস্টানদের সাথে বিতর্কমূলক বা তাদের আকীদা-বিশ্বাসের বর্ণনা এখানে নেই। এটি সম্পূর্ণ ফিকহী ধারায় রচিত এবং মাযহাবসমূহের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে একটি মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ইবন তাইমিয়ার রহ. মতে, আহলে কিতাবদের যবেহকৃত পশু খাওয়া জায়েয এবং তা তাঁর সমকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে তিনি কুর'আনের বাহ্যত পরস্পর বিরোধী আয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۞

তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহমহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।' (Al-Qurān, 02:173)

এবং আল্লাহর বাণী:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۞

আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। (Al-Qurān, 05:05)।

আয়াতের সমন্বয় সাধনে তিনি রাসূলুল্লাহ স. এর হাদীস المائدة من آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها و حرموا حرامها 'মায়িদা নাযিলের দিক থেকে কুর'আনের শেষদিকের সূরা; সুতরাং তোমরা এর হালালকে হালাল জান ও এর হারামকে হারাম হিসেবে গণ্য কর'উল্লেখ করে বলেন, এখানে সূরা মায়িদার বিধান প্রযোজ্য হবে। কেননা এটা এ ব্যাপারে নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত (IbnTaymiyya 1961-67, 35/214-215)।

অতঃপর ইবন তাইমিয়া রহ. অন্যান্য যুক্তি ও দলীলের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করেন। এ প্রেক্ষিতে প্রচলিত চার মাযহাবের মতামত উল্লেখ করে ইমাম শাফিঈ রহ. ব্যতীত অন্যদের সাথে তাঁর অভিমতের একাত্মতা উপস্থাপন করেন (Ibn Taymiyya 1961-67, 35/212-233)।

'মাস'আলা ফিমান য়ুসাম্মাল খামিসা ঈদ (مسئلة فيمن يسمى الخامس عيدا) – ইয়াওমি খামিসকে আনন্দ উৎসবের দিন হিসেবে গণ্যকারীর বিধান

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব Maundy Thursday (ইস্টারের পূর্বের বৃহস্পতিবার) কে যেসব মুসলিম ঈদ বা আনন্দের উপলক্ষ হিসেবে মনে করবে তাদের ব্যাপারে ইসলামী বিধান বর্ণনা এ ফাতওয়ার উদ্দেশ্য। ইমাম ইবন তাইমিয়ারহ. খ্রিস্টবাদ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ফাতওয়ার মতই এ ক্ষেত্রেও কঠোর ভাষায় নিষেধাজ্ঞার বিধান বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে, বিধর্মীদের অনুকরণ ও সাদৃশ্যের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স. এর বর্ণিত হাদীসগুলোর (Al-Tirmidhi ND, 05/2695; Abū Dāūd 1420H, 33/4020) আলোকে ইবন তাইমিয়ারহ.তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন।

বস্তুত নির্দিষ্ট একটি (Maundy Thursday -ইয়াওমি খামিস) কে কেন্দ্র করে ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. এ ফাতওয়াটি প্রদান করলেও এর আবেদন ব্যাপক। শুধু খ্রিস্টবাদ নয়, বরং অন্য সব ধর্মের অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রেও এ ফাতওয়া সমভাবে প্রযোজ্য।

'ওয়া সুইলা আনির রুহবান' و سئل عن الرهبان–পাদ্রীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (এর জবাব)

ইমাম ইবন তাইমিয়ার রহ. এ ফাতওয়াটিতে (Ibn Taymiyya 1961-67, 28/659-663) গীর্জার পাদ্রী বা ধর্মগুরুদের সম্পর্কে আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে আলোচনার প্রথমেই তিনি রাহিব বা পাদ্রীদের পরিচয়, সময়ের বিবর্তনে তাদের আচরণগত পরিবর্তন, তাদের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তৎপর আল কুর'আনে বর্ণিত তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۞

তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের

এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র (Al-Qurān, 9:31)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۞

হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন (Al-Qurān, 9:34)।

অতঃপর তিনি আমীরুল মু'মিনীন আবু বকর রা. কর্তৃক ইয়াযীদ ইবন আবু সুফিয়ানকে প্রদত্ত উপদেশের কথাও উল্লেখ করেছেন। যেখানে আবু বকর রা. গীর্জায় অবস্থানরত পাদ্রীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতে ও কঠোর না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তৎপর ইবন তাইমিয়া রহ.-এর কারণ ব্যাখা করে বলেছেন, এ নিষেধাজ্ঞা এজন্য ছিল যে, তারা (পাদ্রীগণ) নিজেদের লোকজন থেকে দুরে রাখতেন বিধায় সাধারণভাবে মুসলিমদের মুকাবিলায় খ্রিস্টানদের সাহায্য করতেন না। কিন্তু যেসব পাদ্রী এর ব্যতিক্রম তাদের ক্ষেত্রে আবু বকর রা.-এর নির্দেশনা কার্যকর হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۞

আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে (Al-Qurān, 9:12)।

অতঃপর শায়খুল ইসলাম রহ. পাদ্রীদের অবস্থা ও বিধান বর্ণনা করেন। প্রথমত, যে সব পাদ্রী কেশমুণ্ডন করত সমাজে সাধারণভাবে মিলেমিশে বসবাস করবে এবং যুদ্ধে স্বীয় হাত ও মুখ দ্বারা মুসলিমদের বিপক্ষে সাহায্য-সহায়তা করবে তাদেরকে (সাধারণ সৈনিক গণ্য করে) হত্যা করতে হবে[৩](Ibn Taymiyya 1961-67, 28/660)। দ্বিতীয়ত, এমনভাবে যেসব পাদ্রী সমাজে ব্যবসা কিংবা কৃষিকাজে লিপ্ত হবে, তাদের জন্য জিযয়া দেওয়াও বাধ্যতামূলক (Hoover 2012, 863-864)।

কেননা জিযিয়া না দেওয়ার জন্য উমাইয়া শাসনামলে অনেক খ্রিস্টান নিজেদের রাহিব হিসেবে পরিচয় দিত। কেননা ইসলামী বিধানে পাদ্রীদের জিযয়া দিতে হয় না। ফলে

৩. এ বিধান যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের।

অনেক সাধারণ খ্রিস্টান প্রতারণাপূর্বক নিজেদের পাদ্রী পরিচয় দিয়ে অসৎ উপায়ে সুবিধা নিত। ফলে একপর্যায়ে তা রোধ করার জন্য রাহিবদের উপরও জিযয়া ধার্য করা হয় (Michot 2008, p.13)।

মূল্যায়ন

ইবন তাইমিয়া রহ. এর এসব ফাতওয়া মূলত তাঁর সময়ের স্রোতের বিপরীত ফাতওয়া। অনেক বিষয়েই সমসাময়িক আলেমগণ যেখানে রাজশক্তি, সামাজিক প্রথা ও কুচক্রিদের ষড়যন্ত্রের ভয়ে নমনীয় ফাতওয়া দিয়েছেন; সেখানে ইবন তাইমিয়া রহ. ছিলেন ইসলামের মূলচেতনা রক্ষায় অটল পর্বতের ন্যায়। ইসলামের বিধান স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করতে কোন কিছুই তাঁকে ভীত করেনি। এজন্য বেশ কয়েকবার তাকে কারাবরণও করতে হয়েছিল।

মূলত হাম্বলী মাযহাবের একজন অনুসারী হিসেবে তিনি বেড়ে ওঠলেও নিজে ছিলেন একজন মুজতাহিদ। ফলে অনেক মাস'আলাতে তিনি হাম্বলী মাযহাবের প্রচলিত মতের বিপক্ষেও নিজের রায় প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে খ্রিস্টানদের ইস্যুতে তিনি ছিলেন বেশ কঠোর। সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এ কঠোরতা হয়তো মুসলিম উম্মাহর জন্য দরকারও ছিল। কেননা খ্রিস্টবাদের প্রভাব থেকে মুসলিমদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের সীমারেখার সুস্পষ্ট বিভাজন জনগণকে অবহিত করাটা ছিল ঈমানের দাবি। ইমাম ইবন তাইমিয়ারহ. এ কাজই করেছেন সুচারুরূপে। বস্তুত তাঁর এসব ফাতওয়া তৎকালীন মুসলিম উম্মাহকে আন্তঃধর্মীয় সংমিশ্রণ থেকে রক্ষা করেছিল। বর্তমান সময়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতির প্রশ্নে এসব ফাতওয়া ইসলামের একমাত্র সিদ্ধান্ত বা মূলনীতি হিসেবে বিবেচ্য নয়। কেননা তিনি যে অবস্থা ও প্রেক্ষাপটে এ ফাতওয়া দিয়েছিলেন বর্তমানে সে প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হয়েছে।অতএব কুরআন, সুন্নাহের নস, সাহাবীগণ বিশেষত খুলাফায়ে রাশিদীনের আমল, ফকীহ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের অভিমত, পারিপার্শ্বিক ও সামগ্রিক অবস্থা ইত্যাদির সমন্বয়ের মাধ্যমে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের ইসলামী বিধান নির্ণীত হবে। সেক্ষেত্রে তাঁর এ ফাতওয়া 'ফকীহগণের অভিমত' হিসেবে একটি উৎস হিসেবে গণ্য। তথাপি এসব অভিমত কঠোর হওয়ায় স্থানকাল পাত্র বিবেচনায় তাযথেষ্ট আলোচনা-পর্যালোচনার দাবি রাখে।

উপসংহার

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহ. ছিলেন মধ্যযুগীয় মুসলিম মনীষী, যিনি ইসলামের নানা শাখায় নিজ অবদানের জন্য আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। ইসলামের

সংস্কার কাজে তিনি সবধরনের বিরোধী শক্তির মুকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। সুফীবাদের সংস্কার ও ভ্রান্তি নিরসন, খ্রিস্টবাদের মুকাবিলা, বিভিন্ন ফিরকার জবাব প্রদান, শিরক-বিদ'আত দূর করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা, দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের ভ্রান্তি নিরসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর সংস্কারকর্ম ছিল অসাধারণ। বিশেষ করে এমন সময় তিনি খ্রিস্টবাদের বিপক্ষে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন যখন এর প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। তাছাড়া স্রোতের মুকাবিলায় তাঁর এ অবস্থান তাঁর অবদানকে আরো মহিমান্বিত করে তুলে। অন্য মনীষীগণ যেখানে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি, তথা কুর'আন, হাদীস, ফিকহ, আকীদা ইত্যাদি নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিলেন, সেসময় ইবন তাইমিয়া রহ. ইসলামের মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি খ্রিস্টবাদ নিয়েও অগ্রসর হয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে তাঁর ফাতওয়াসমূহ সেসময়ের মুসলিমদের আলোর দিশা দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে খ্রিস্টানদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেগুলোর পর্যালোচনা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে।

Bibliography

Al Qurān al-Karīm.

'Abdullah, Ismā'il. 2006. Tawhid and Trinity: A Study of Ibn Taymiyyah's al-Jawab al-Sahih. *Intellectual Discourse*, 14(01): 80-96.

Abū Dāūd, Sulaymān. 1420 H. *Sunan Abū Dāūd*. Riyadh: Maktaba al-Ma'ārif.

Ahmad, Mustafa Abdul Basit. 2017. *Impact of the Historical Settings of Ibntaymiyah on His program of Reform,* Ph.ddiss,. Ohio State University. Accessed 25 July, 2017. Citi university database.

Aigle, Denise. 2007. The Mongol Invasions of Bilad al-Sham by Ghazan Khan and IbnTaymmiyah's Three "Anti-Mongol" Fatwas. *Mamluk Studies Review* 11(02): 75-95

Al-Bazzār. 1976. *Al-Alām al-'Aliyyah fī Manāqib Shaykhu al-Islām IbnTaymiyya.* Edited by Salah al-Munajjid. Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd.

Al-Jawziyya, IbnQayyim. 1961. *Ahkamahlal_Dhimma*. Egypt: Dār al-Fārūq.

Al-Jazarī. 1998. *Tārikh Hawādith al-Zamān*, vol 1. Beirut: Dār Alam al-Kutub.

Al-Madani, AQM Abdul Hakim. 2009. *Imam IbnTaymiyya: Jibon o Karma.* Dhaka: Bangladesh Islamic Centre.

Al-Tirmidhī, Abū 'Isa. ND. *Jāmi' al-Tirmidhī, Bab Ma Ja'a fi KarahiyyatiIsharat al Yadi bi al-Salam*. Riyadh: Maktaba al-Ma'arif.

Friedmann, Y. 2003. *Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Traditions*. Cambridge.

Haque, Serajul. 1982. *Imam IbnTaimiya and His Projects of Reform.* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Hoover, Jon. 2012. IbnTaymiyya. In *Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History*, Vol 4 (1200-1350), edited by David Thomas & Alex Mallett. London & Boston: Brill.

Ibn al-Imad. Shihab al-Din Abd al-Hai Ibn Ahmad. 1992. *Shadharāt al-Dhahab Fi Akhbār Man Dhahab*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

IbnKathīr, Ismā'īl. ND. *Al-Bidāyat wa al-Nihāyah*, vol 13. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arābī.

IbnTaymiyya, Taqiuddin. 1961-1967. *Majmu' al-Fatāwā*, vol 1-37. Edited by 'AbdurRahman ibn Muhammad and Muhammad Ibn 'AbdurRahman. Riyadh: Matābi' al-Riyadh.

IbnTaymiyya, Taqiuddin. 1992. *Tahqīq al-Qawl fī Mas'alat Isa Kalimat Allah wa al-Qurān Kalam Allah*. Egypt: Dār al-Sahāba li-l Turāth.

IbnTaymiyya, Taqiuddin. 1999. *Al Jawāb al-Sahīh liman Baddala Dīn al-Masīh*. Riyadh: Dār al-'Āsimah

IbnTaymiyya, Taqiuddin. 1999. *Kitāb Iqtidā al-Sīrat al-Mustaqim li Mkhalafa tAshāb al-Jaheem.* Edited by Nasir al-Aql. Beirut: Dār Alam al-Kutub.

IbnTaymiyya, Taqiuddin. 2009. *Sārim al Maslūl ala Shātim al-Rasūl*. Egypt: Dār al-Fārūq.

Khan, Qamaruddin. 1992. *The Political thought of IbnTaymiyah*. Delhi: Adam Publishers & Distributors.

Menon, M.U. 1976. *Ibn Taymiya's Struggle against popular Religion, with an Annotated Translation of His KitabIqtida as-Sirat al-MustaqimMukhalafatAshab al-Jahim*. The Hague.

Michel, T.F. 1984. *A Muslim Theologian's Response to Christianity: IbnTaymiyyah's al-Jawab al Sahih*. NY: Delmar.

Michot, Y. 2008. IbnTaymiyya's views on Ikhwanal_Safa. In the Ikhwan al-Safa*and Their Rasail: an Introduction. Oxford.*

Talib, Abdul Mannan. 2011. *Imam IbnTaymiyarSongramiJbion*. Dhaka: BodwipProkashon.